RAMAKRISHNA MISSION VIDYAMANDIRA

(Residential Autonomous College under University of Calcutta)

B.A./B.SC. THIRD SEMESTER EXAMINATION, DECEMBER 2012

SECOND YEAR

BENGALI (GENERAL)

Date : 18/12/2012
Time : 11 am – 2 pm

Paper : III

Full Marks : 75

১। ইতিহাস ও রোম্যান্স 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসকে ঠিক কতটা প্রভাবিত করেছে বলে তুমি মনে করো ? ১৫

অথবা

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নায়ক হিসেবে নবকুমারের চরিত্র বিচার করো।

২। 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?' – ব্যাখ্যা করো। ৫

অথবা

'তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন ?' – ব্যাখ্যা করো।

৩। রমা-রমেশের সম্পর্কের মাঝে সমাজও যেন একটি চরিত্র হয়ে তাদের সম্পর্কে প্রভাব বিস্তার করেছে। - আলোচনা করো।

অথবা

রমা চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ করো। ১৫

৪। 'আমার সমস্ত জীবনটি যেন তুমি একটা বেলার মধ্যে আগাগোড়া বদলে দিয়েছ' – প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ৫

অথবা

' আমার যতীনকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। তাকে তোমার মত করে মানুষ কর' – কে, কাকে কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি করেছে ? এই উক্তি অবলম্বনে বক্তার মনোভাব সম্পর্কে আলোকপাত করো।

৫। 'হারাণের নাতজামাই' গল্প অবলম্বনে ময়নার মা চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো। ১৫

অথবা

'পুঁইমাচা' গল্পে যে বিষাদের সুর আছে, তা আলোচনা করে দেখাও।

৬। ব্যাখ্যা করো। (প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক) ৫

'মানুষের সমুদ্র, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সংগে লড়া যায় না।'

অথবা

'এ মেয়ে নিয়ে আমি কি করব মা।'

৭। প্রুফ সংশোধন করো। ১৫

এই প্রশ্নপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত কাগজটিতেই প্রুফ সংশোধন করতে হবে। তারপর সংশোধিত কাগজটিকে প্রশ্নপত্রের থেকে আলাদা করে নিয়ে নিজের উত্তরপত্রের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। সংশোধিত কাগজটিতে এই পরীক্ষর জন্যে দেওয়া অ্যাডমিট কার্ডে প্রদত্ত রোল নম্বরটি লিখতে হবে। প্রুফ সংশোধন যেকোন কালিতেই করা যাবে।

রেজিস্ট্রেশন নং _____ রোল নং : _____

নিচে দেওয়া মূল কপির সঙ্গে মিলিয়ে প্রুফ সংশোধন কর, মোট ১৫টি সংশোধন করতে হবে। [১৫]
(এই প্রশ্নপত্রটি উত্তরপত্রের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হবে।)

Main Copy

আমি ছোট ঝোরা পার হলাম, যেটা ক্যাম্পের সঙ্গে বনকে আলাদা করছে, হাতে ক্যামেরা এগিয়ে চলেছি প্রায় অন্ধকার গভীর জঙ্গলের গহনে। আমার উপস্থিতিতে চারপাশ মনে হচ্ছে আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠছে, যেন কোনও নেকড়ে শিকারের গন্ধে জেগে উঠে গভীর মনোযোগে পর্যবেক্ষণ করছে। যদিও জমাট সবুজের মাঝে কোথাও কোনও নেকড়ে ছিল না। তবে আপনি কখনোই এখানে মনের দিক থেকে স্বস্তি পাবেন না। এই জঙ্গলেই ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনার সম্ভাব্য হত্যাকারী। হতে পারে সেটা কোনও বিষাক্ত সাপ, কোনও শূকর, কোনও লেপার্ড অথবা কালো ভল্লুক, এরা সকলেই এই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে হত্যা করার জন্য, তাদের পেটের জ্বলন্ত খিদে মেটানোর জন্য। কিন্তু এই চিন্তাভাবনা আমায় থামাতে পারে নি। আমি সম্মোহিতের মতো সেই শব্দকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলছিলাম, ডাল ভাঙার শব্দ, বড় কোনও গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ, যেন কোনও দৈত্য তার আসুরিক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে... হাতি! আমি সেই প্রাচীন যুগের শিকারিদের মতো তাদের সন্ধান করছি, তাদের ছবি তোলার জন্য। তাদের উন্মত্ত বৃংহণ একই সঙ্গে মনের মধ্যে ভয় জাগায় আবার সমীহ মিশ্রিত ভালোবাসা জাগায় কাছ থেকে দেখার জন্য। প্রত্যেক প্রেমিকের মনের মধ্যেই ভয় বাসা বেঁধে থাকে। কিছু এই ভয়ে মারা যান কবে বাকিরা বেঁচে থাকেন এই অভিজ্ঞতা অন্যদের কাছে তুলে ধরার জন্য ও এর ফল সকলের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। পরিসংখ্যানের দিক থেকে যদি ভাবি, তাহলে দেখব বেশিরভাগ ফটোগ্রাফার তাদের কাজের সময়ে মারা যান নি, বরং তারা বেশি বয়সে মারা গেছেন, বিশেষ করে ফোটোগ্রাফি করার সময়ে মডেলের আক্রমণে মৃত্যুর ঘটনা প্রায় নেই বললেই চলে (এখন আপনার মডেল যদি নোয়ামি ক্যাম্পবেল হন তাহলে তো এ সম্ভাবনা একেবারেই নেই)।

ধীরে ধীরে আমি সেই তাণ্ডব সৃষ্টিকারী দলের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছি। বাইরের তাণ্ডব আমার ভেতরেও চলছে। আমার রক্তচাপ বেড়ে যাচ্ছে, সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। আমি অনুভব করছি আমার কিছু একটা প্রয়োজন আঁকড়ে ধরার জন্য। আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আরে এটাই তো সেই জায়গা যেখানে বিখ্যাত শিকারি কেনেথ আন্ডারসন শিকার করতেন। না না, খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, এই মাত্র তিন দশক আগেও এই জঙ্গলে তিনি দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। যখনই কোনও ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তখনই তাঁর ডাক পড়েছে। কখনও মানুষখেকো লেপার্ড, কখনও খেপে ওঠা শ্লথ ভল্লুক, কখনও পাগল হয়ে যাওয়া হাতি। এই পথ দিয়েই তিনি দ্রুত এগিয়ে গেছেন শিকারের দিকে, দ্রুত পা চালিয়েছেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগে পৌঁছনোর জন্য। কিংবা হয়ত যেমনটা তিনি তাঁর বইতে লিখেছেন 'জাস্ট ফর ঘুমিং'-এর জন্য জঙ্গলে এসেছিলেন। এই দীর্ঘ দীর্ঘ গাছগুলো যারা অনন্ত সময় ধরে কালের সাক্ষী হয়ে রয়েছে, একমাত্র এরাই আমাকে তাঁর সেই অ্যাডভেঞ্চারের কথা জানাতে পারে প্রত্যক্ষদর্শীর মতো। যদি তারা কথা বলতে পারত। এই পরিস্থিতিতে আপনি হয়ত বলতেই পারেন আমি কেন এতো ভয় পাচ্ছি, অন্যান্য বনের পশুর তুলনায় হাতিরা তো অনেক শান্ত বন্ধুর মতো। আমরা তো তাদের পিঠে চড়ি, তারা বোকা বোকা হাবভাব করে সার্কাসে ক্রিকেট-ফুটবল খেলা দেখায়, বিয়ের অনুষ্ঠানেও দেখা যায়। তারাই ফোটোগ্রাফ নেওয়ার পক্ষে আদর্শ নয় কি? তবু বুনো হাতিদের ছবি নেওয়ার জন্য আমার কেন এত দুর্বলতা? বেশ তাহলে আমাকে একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে দিন। আগের দিন সকালে আমি, আমার স্ত্রী, আমার বন্ধু আর এক পথপ্রদর্শক বেরিয়েছিলাম। আমাদের গাইড শিবান আমাদের ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যায় একটা নদীর কাছে, সেখানে নদীর পাড়ে বন্যপ্রাণী দেখানোর জন্য। নদীর পাড়ে দেখতে পাই দুটো ভারতীয় বাইসন দাঁড়িয়ে রয়েছে, খানিক পরে দেখা মিলল একটা ভাল্লুকেরও, শেষে চলে আসার আগেই দেখতে পেলাম বেশ বড়সড় বিড়াল জাতীয় প্রাণী, শিবান জানাল ওটা প্যান্থার, তবে কালো রঙ হলেও আমার একটু সন্দেহ ছিল। যতক্ষণ আমরা এইসব প্রাণীদের দেখছিলাম ততক্ষণ শিবান খুব শান্ত ও কুল ছিল। তারপর ফেরার সময়ে ও হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কী ব্যাপার, ফিসফিস করে বলল 'ইয়ানাই' (হাতি)!

Proof Copy

আমি ছোট ঝোরা পার হলাম, যেটা ক্যাম্পের সঙ্গে বনকে আলাদা করছে, হাতে ক্যামেরা এগিয়ে চলেছি প্রায় অন্ধকার গভীর জঙ্গলের গহনে। আমার উপস্থিতিতে চারপাশ মনে হচ্ছে আড়ামোড়া ভেঙে জেগে উঠছে, যেন কোনও নেকড়ে শিকারের গন্ধে জেগে উঠে গভীর মনোযোগে পর্যবেক্ষণ করছে। যদিও জমাট সবুজের মাঝে কোথাও কোনও নেকড়ে ছিল না। তবে আপনি কখনোই এখানে মনের দিক থেকে স্বস্তি পাবেন না। এই জঙ্গলেই ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনার সম্ভাব্য হত্যাকারী। হতে পারে সেটা কোনও বিষাক্ত সাপ, কোনও শূকর, কোনও লেপার্ড , কালো ভল্লুক, এরা সকলেই এই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে হত্যা করার জন্য, তাদের পেটের জ্বলন্ত খিদে মেটানোর জন্য। কিন্তু এই চিন্তাভাবনা আমায় থামাতে পারে নি। আমি সম্মোহিতের মতো সেই শব্দকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলছিলাম, ডাল ভাঙার শব্দ, বড় কোনও গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ, যেন কোনও দৈত্য তার আসুরিক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে হাতি! আমি সেই প্রাচীন যুগের শিকারিদের মতো তাদের সন্ধান করছি, তাদের তোলার ছবি জন্য। তাদের উন্মত্ত বৃংহণ একই সঙ্গে মনের মধ্যে ভয় জাগায় আবার সমীহ মিশ্রিত ভালোবাসা জাগায় কাছ থেকে দেখার জন্য। প্রত্যেক প্রেমিকের মনের মধ্যেই ভয় বাসা বেঁধে থাকে। কিছু এই ভয়ে মারা যান কবে বাকিরা বেঁচে থাকেন এই অভিজ্ঞতা অন্যদের কাছে তুলে ধরার জন্য ও এর ফল সকলের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। পরিসংখ্যানের দিক থেকে যদি ভাবি, তাহলে দেখব বেশিরভাগ ফটোগ্রাফার তাদের কাজের সময়ে মারা যান নি, বরং তারা বেশি বয়সে মারা গেছেন, বিশেষ করে ফটোগ্রাফি করার সময়ে মডেলের আক্রমণে মৃত্যুর ঘটনা প্রায় নেই বললেই চলে (এখন আপনার মডেল যদি নোয়ামি ক্যাম্পবেল হন তাহলে তো এ সম্ভাবনা একেবারেই নেই)। ধীরে ধীরে আমি সেই তাণ্ডব সৃষ্টিকারী দলের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছি। বাইরের তাণ্ডব আমার ভেতরেও চলছে। আমার রক্তচাপ বেড়ে যাচ্ছে, সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। আমি অনুভব করছি আমার কিছু একটা প্রয়োজন আঁকড়ে ধরার জন্য।

আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আরে এটাই তো সেই জায়গা যেখানে বিখ্যাত শিকারি কেনেথ আন্ডারসন শিকার করতেন। না না, খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, এই মাত্র তিন দশক আগেও এই জঙ্গলে তিনি দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। যখনই কোনও ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তখনই তাঁর ডাক পড়েছে। কখনও মানুষখেকো লেপার্ড, কখনও খেপে ওঠা শ্লথ ভল্লুক, কখনও পাগল হয়ে যাওয়া হাতি। এই পথ দিয়েই তিনি দ্রুত এগিয়ে গেছেন শিকারের দিকে, দ্রুত পা চালিয়েছেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগে পৌঁছনোর জন্য। কিংবা হয়ত যেমনটা তিনি তাঁর বইতে লিখেছেন জাস্ট ফর ঘুমিং'-এর জন্য জঙ্গলে এসেছিলেন। এই দীর্ঘ গাছগুলো যারা অনন্ত সময় ধরে কালের সাক্ষী হয়ে রয়েছে, একমাত্র এরাই আমাকে তাঁর সেই অ্যাডভেঞ্চারের কথা জানাতে পারে প্রত্যক্ষদর্শীর মতো। যদি তারা কথা বলতে পারত। এই পরিস্থিতিতে আপনি হয়ত বলতেই পারেন আমি কেন এতো ভয় পাচ্ছি, অন্যান্য বনের পশুর তুলনায় হাতি তো অনেক শান্ত বন্ধুর মতো। আমরা তাদের পিঠে চড়ি, তারা বোকা বোকা হাবভাব করে সার্কাসে ক্রিকেট-ফুটবল খেলা দেখায়, বিয়ের অনুষ্ঠানেও দেখা যায়। তারাই ফোটোগ্রাফ নেওয়ার পক্ষে আদর্শ নয় কি? তবু বুনো হাতিদের ছবি নেওয়ার জন্য আমার কেন এত দুর্বলতা? বেশ তাহলে আমাকে একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে দিন। আগের দিন সকালে আমি, আমার স্ত্রী, আমার বন্ধু আর এক পথপ্রদর্শক বেরিয়েছিলাম। আমাদের গাইড শিবান আমাদের ঘন জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যায় একটা নদীর কাছে, সেখানে নদীর পাড়ে বন্যপ্রাণী দেখানোর জন্য। নদীর পাড়ে দেখতে পাই দুটো ভারতীয় বাইসন দাঁড়িয়ে রয়েছে, খানিক পরে দেখা মিলল একটা ভাল্লুকেরও, শেষে আসার আগেই দেখতে পেলাম বেশ বড়বড় বিড়াল জাতীয় প্রাণী, শিবান জানাল ওটা প্যান্থার, তবে কালো রঙ হলেও আমার একটু সন্দেহ ছিল। যতক্ষণ আমরা এইসব প্রাণীদের দেখছিলাম ততক্ষণ শিবান খুব কুল ও শান্ত ছিল। তারপর ফেরার সময়ে ও হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কী ব্যাপার, ফিসফিস করে বলল 'ইয়ানাই' (হাতি)!